চুয়াডাঙ্গায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে দুই যুবতীর আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার খাড়াগোদা ও তিতুদহ মাছপাড়া গ্রামে গলাই ফাঁস লাগিয়ে দুই যুবতী আত্মহত্যা করছে।

বুধবার সকাল ৮ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার খাড়াগোদা বাজার পাড়ার বন্যা (২৩) স্বামী শ্রী কৃষ্ণনোর সাথে অভিমান করে নিজ শোয়ার কক্ষে আড়ার সাথে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। তাকে ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে এলাকাবাসি।

এর ২ ঘন্টার ব্যবধানে তিতুদহ ইউনিয়নের তিতুদহ মাছপাড়ার তোফায়েল আহম্মেদের স্ত্রী কবিতা খাতুন (২০) পারিবারিক কলহের জের ধরে ও স্বামীর উপরে অভিমান করে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্য চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করে। এ ঘটনায় দর্শনা থানার ওসি এ এইচ এম লুৎফুল কবির এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় লিড বাংলাদেশ প্রকল্পের যুবদের মতবিনিময় সভা

যে কোনও দেশের যুব সমাজ সেই দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি। যুবসমাজই একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গায় লিড বাংলাদেশ প্রকল্পের যুবদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ মাসুম আহমেদ এর সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভা করেন লিড বাংলাদেশ প্রকল্পের ১৫ জন সামাজিক ব্যবসায় উদ্যোক্তা।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের আওতাধীন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতার চুয়াডাঙ্গায় যুব নেতৃত্ব ও যুব উদ্যোক্তাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এরই মধ্যে চুয়াডাঙ্গায় জেলায় মোট ৫০০ জন যুবকদের যুব নেতৃত্ব ও যুব উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশন এঁর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন লিড বাংলাদেশ প্রকল্পের সমন্বয়কারী শরিফুল আলম ও প্রকল্প অফিসার মাসুদুর রহমান।

এ সময় শরিফুল আলম বলেন মুলত বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশের যুবসমাজকে দক্ষ আধুনিক বিজ্ঞানমনষ্ক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবসমাজকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কাজ করছে। যুব উন্নয়নের বিভিন্ন সেবা ও নিজেদেরকে কিভাবে উদ্যোক্তা তৈরি করা যায় এই প্রসঙ্গে মূলত এই মতবিনিময় সভা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে ডায়রিয়া, ছয় দিনে শিশুসহ ভর্তি ১১১ জন

অতিরিক্ত গরমের কারনে চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে ডায়রিয়া। গত ৬ দিনে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে শিশুসহ ১১১ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে। এমনকি প্রতিদিন বহির্বিভাগে ১০০ থেকে ১৫০ জন ডায়রিয়া রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গত ৬ দিনে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিশুসহ ১১১ জন ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এছাড়া প্রতিদিন বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিচ্ছে ১০০-১৫০ জন ডায়রিয়া রোগী। এর মধ্যে ৭০ শতাংশই বয়স্ক।

চিকিৎসকরা বলছেন, এই গরমে বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার ও পানীয় গ্রহণ এবং অনিরাপদ পানির কারণে ডায়রিয়া রোগী বাড়ছে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ঘুরে দেখা যায়, দুটি কক্ষ নিয়ে ডায়রিয়া ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে কোনো শয্যা খালি নেই। ফলে মেঝেতেই শিশুসহ রোগীদের থাকতে হচ্ছে। জায়গা না থাকায় বাইরের বারান্দার মেঝেতে রোগীদের চিকিৎসা চলছে।

মাহফুজা খানম নামে এক বৃদ্ধা বলেন, হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে কোনো জায়গা নেই। আজ তিন দিন ধরে মেঝেতে আমার চিকিৎসা চলছে।

রনি আলম নামে এক যুবক বলেন, দুদিন ধরে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত আমি। রোববার দুপুরে সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। ওয়ার্ডে কোনো জায়গা নেই। প্রচণ্ড গরমে বারান্দার মেঝেতেই চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। হাসপাতাল থেকে সব ধরনের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।

নুরুন্নাহার নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, গতকাল বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফুচকা খেয়েছিলাম। সন্ধ্যা থেকেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। প্রচুর গরম লাগছে। হাসপাতালের ফ্যান ধীরে ধীরে ঘোরার কারণে বাতাস গায়ে লাগছে না।

ডায়রিয়া ওয়ার্ডের দায়িত্বরত নার্সরা জানান, এই কয়েক দিনে ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই বয়স্ক। শিশু রোগী কম আছে। খুব বেশি একটা চাপ নেই। এমন হতে থাকলে সামলাতে হিমশিম খেতে হবে আমাদের।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. মাহাবুবুর রহমান মিলন বলেন, অতিরিক্ত গরমের কারণে কয়েক দিন ধরে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়েছে। মূলত এই গরমে অস্বাস্থ্যকর খাবার ও পানীয়, অনিরাপদ পানি পান করায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে।

বাইরের খাবার ও বাসি খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। শিশুরা বাইরের খাবার বেশি খায়। এসব খাবারে ধুলাবালি থেকে যায়। গরমে খাবার, বিশেষ করে ফাস্টফুড পচে যায়। এছাড়া অনিরাপদ পানি পানের জন্যও ডায়রিয়া হচ্ছে।

ডায়রিয়া থেকে বাঁচতে হলে নিরাপদ পানি পান করা সবচেয়ে জরুরি। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

চুয়াডাঙ্গায় শিশুর কামড়ে সাপের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামে এক বছর চার মাস বয়সী শিশু জান্নাতুল ফেরদৌসের কামড়ে একটি সাপের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের বিলপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। শিশুটি একই গ্রামের রিয়াজুল ইসলামের কন্যা। বর্তমানে শিশুটি সুস্থ আছে।

শিশু জান্নাতুলের মা শিলা খাতুন জানান, সকালে চাচাতো ভাই কাউসারের সঙ্গে ঘরে মধ্যে খেলছিল জান্নাতুল। একপর্যায়ে খেলতে খেলতে দুজনেই খাটের নিচে চলে যায়। এসময় খাটের নিচে থাকা একটি সাপ হাত দিয়ে ধরে সাপের গায়ে দুই জায়গায় কামড় দেয় জান্নাতুল।

পরে সাপটিসহ খাটের নিচ থেকে বাইরে বের হয়ে আসে শিশু জান্নাতুল। তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাপটি মারা গেছে। সেটি চিকিৎসকে দেখানো হয়েছে।

সদর হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. মাহবুবুর রহমান মিলন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শিশু জান্নাতুলকে শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি রেখে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ২৪ ঘন্টা গেলে বোঝা যাবে। তবে, তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত।

এদিকে শিশুর কামড়ে সাপের মৃত্যু এমন একটি খবর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যেই সেটি ভাইরাল হয়ে যায়। খাটের নিচে সাপটি জীবিত না মরা অবস্থায় ছিল তা নিয়ে মানুষের মনে কৌতূহল সৃষ্টি হয় এবং শিশুটিকে দেখার জন্য গ্রামসহ আশপাশের লোকজন ভীড় জমায়।

আলমডাঙ্গায় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিধি অমান্য করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাড়ি তৈরির নিয়মনীতি উপেক্ষা করে আলমডাঙ্গা শহরের স্টেশন সড়কে বাড়ি নির্মাণ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বাড়ি নির্মানের ক্ষেত্রে যেসব বিধিমালা মেনে চলা উচিত তা তিনি মানছেন না। এ ব্যাপারে প্রবাসী এক ভুক্তভোগি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

ভুক্তভোগি প্রকৌশলী রুহুল কুদ্দুস দুবাই প্রবাসী। গত ১৩ মে তার ভাই সাঈদ মোহাম্মদ হিরন আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ওই অভিযোগে বলা হয়, আলমডাঙ্গা স্টেশন রোডে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসাসংলগ্ন জমিতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ সাত তলা ভবন নির্মাণ করছেন। তার নির্মাণাধীন ভবনের পাশেই ভুক্তভোগির জমি। এই জমিতে একটি গ্রোসারী স্টোর রয়েছে। ডা. জিয়া উদ্দিন আহমেদ আইন কানুন না মেনে ভবন নির্মাণ শুরু করলে প্রবাসীর সীমানা প্রাচীর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। তার কোনো ক্ষতিপূরণ দেননি ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া ভবন নির্মাণ চলাকালে ইট কিংবা রড পড়ে যাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় সেজন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখার নিয়ম থাকলেও ডা. জিয়া উদ্দিন আহমেদ তা রাখেননি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়ই ওপর থেকে রড, বাস প্রভৃতি পড়ে নিচের ভাড়াটিয়ারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। গত ১৩ মে একটি বাঁশ দোকানের টিনের চাল ভেদ করে দোকানের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এতে দোকানের এক কর্মচারি আহত হন।

থানায় অভিযোগকারি সাইদ মোহাম্মদ হিরন বলেন, আমরা থানায় অভিযোগ দিয়েছি। ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, গত ২৮ মার্চ আলমডাঙ্গা পৌরসভা মেয়র বরবার এ বিষয়ে আবেদন করি। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কোন কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ার বিবাদী আরো অনিয়ম করে ভবন নির্মাণ অব্যাহত রাখেন।

ভুক্তভোগী রুহুল কুদ্দুস গত ২৪মে ’আমার আলমডাঙ্গা’ গ্রুপের

ফেসবুক পেজে বলেন, আমি দেশের মাটি ছেড়ে বিদেশে অনেক কষ্ট করে অর্থ আয় করি। সেই কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে একটি জমি কিনি। আমার জমির পাশে ডা. হাদি নির্মাণ বিধিমালা না মেনে ভবন নির্মাণ করায় আমার জমির সীমানা ঘেষে মাটি কেটে প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে। আমার সম্পত্তির অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমার প্রতিষ্ঠিত দোকানের কর্মচারিরা আতঙ্কে কাজ করতে পারছে না। তিনি আরও বলেন, আমি প্রবাস থেকে রেমিটেন্স পাঠাই, সেই রেমিটেন্স কেবল আমারই সম্পদ সৃষ্টি করে না, দেশ ও সমগ্র জনগণের কাজে লাগে। তিনি তার সম্পত্তির সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি বিনীত আবেদন জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, পৌরসভার নিয়ম মেনেই বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। ঝড়ে ওপর থেকে একটি বাঁশ টিনের চালে পড়ে ক্ষতি হয়েছিল। সেজন্য নতুন টিন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন, ডা. হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বাড়ির কাজ শুরু করার আগে রুহুল কুদ্দুসের কাছ থেকে আমরা মৌখিক অভিযোগ পেয়েছিলাম। সেই অনুযায়ী উভয় পক্ষকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছিল। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার পরই ডা. হাদি সাহেব কাজ শুরু করেছেন। উভয় পক্ষের গন্যমান্য ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে আলোচনা করছেন বলে জানি।

দর্শনায় গলাই ফাঁস দিয়ে ১ সন্তানের জননীর আত্মহত্যা

দর্শনায় কনিকা বেগম (২৩) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের তার স্বামীর বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়।

জানা গেছে, সোমবার সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল করিমের স্ত্রী কনিকা বেগম (২৩) স্বামীর উপর অভিমান করে নিজ বসত ঘরের শয়ন কক্ষের আড়াই ওড়না জড়িয়ে

আত্মহত্যা করে।

ঘটনার খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) মুন্না বিশ্বাস ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পারিবারিক সুত্রে জানাগেছে, গত ৪ বছর পূর্বে নিহত কনিকা খাতুনের সাথে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় দর্শনার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল করিমের সাথে। বিয়ের ৩ বছরের মাথায় তাদের কোল জুড়ে আসে এক কন্যা সন্তান। এ কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়া পর থেকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিকভাবে দন্দ হয়ে আসছে।

সোমবার স্বামীর নির্যাতন সইতে না পেরে নিজ বসতঘরের কক্ষে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। এঘটনায় দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর।

আলমডাঙ্গায় আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

আলমডাঙ্গা আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার আলমডাঙ্গা এটিম মাঠে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু, শিক্ষা অফিসার শামসুজোহা।

প্রধান অতিথি আইয়ুব হোসেন বলেন, খেলাধুলার মধ্যদিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেহ ও মননের অন্তঃসত্ত্বাকে জাগ্রত করতে হবে। দেশ ও জাতি গঠনে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা কে অধিক গুরিত্ব দিতে

হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর বলেন স্বাস্থ্যই সম্পদ। দেহ গঠন করার উপযুক্ত সময় এই ছাত্রজীবন। বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলাতে এগিয়ে চলেছে।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডলসহ মাদক ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ জাহাঙ্গীর আলম (৪০) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৬। তার শরীর তল্লাশি করে ৩৮০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

রবিবার (৫ই জুন) দুপুরে আলমডাঙ্গা শহরের রেলষ্টেশন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেপ্তার জাহাঙ্গীর আলম উপজেলার কেদারনগর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মৃত লাল্টু মিয়ার ছেলে।

জানাগেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর গ্রামের লাল্টু মিয়ার ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৪০)। সে দীর্ঘদিন ধরে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয় করে। গ্রামটি প্রান্ত অঞ্চল হওয়ায় সে দাপুটের সাথে রমরমা ট্যাপেন্টা ডল বিক্রয় করে মাদক বিক্রেতা জাহাঙ্গীর। এছাড়াও সে মোটরসাইকেল যোগে আলমডাঙ্গা শহর সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ মাদক বিক্রয় করে আসছিলো।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী ক্যাম্পের সিপিসি-২, র্যাব-৬ এসআই প্রদ্যুৎ কুমার প্রামানিক সঙ্গী অফিসার ফোর্স নিয়ে আলমডাঙ্গা রেল ষ্টেশন এলাকায় অভিযান চালায়। এসময় মাদক বিক্রেতা জাহাঙ্গীর র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে তাকে আটক করে । তার শরীর তল্লাশি করে ৩৮ পাতায় ৩শত ৮০ পিস ট্যাপেন্টা ডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

দর্শনায় চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নবনির্বাচিত ও অবসরপ্রাপ্তদের সংর্বধনা

দর্শনা কেরুজ পরিবহন বিভাগের আয়োজনে কেরু চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের শ্রমিক – কর্মচারী ফেডারেশনের নবনির্বাচিত ও অবসরপ্রাপ্তদের সংর্বধনা অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়েছে।

রোববার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা কেরুজ পরিবহন বিভাগ চত্বরে এ সংর্বধনা অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়। অনুষ্টানে কেরুজ মহাব্যবস্থাপক কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোসারেফ হোসেন।

তিনি প্রধান অতিথীর বক্তব্যে বলেন আমরা সবাই মিলে মিলটি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সবার সব জায়গা থেকে বেশি বেশি আখ রোপন করি। আমাদের সব সময় চাষীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে, না রাখলে মিলটি টিকিয়ে রাখা সম্বভ হবে না। মিলটি টিকে থাকলে এ অঞ্চেলের মানুষ লাভবান হবে বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহা ব্যাবস্থাপক (প্রশাসন) শেখ মোঃ শাহাব উদ্দীন, মহাব্যববস্থাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, মহাব্যববস্থাপক (ডিস্টিলারি) ফিদা হাসান বাদশা, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনে শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের নব নির্বাচিত সভাপতি মাসুদুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, পরিবহন বিভাগের ইন্জিনিয়ার আবু সাইদ, পরিবহন বিভাগের মেম্বার শরিফুল ইসলাম শরিফ সহ অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকও কর্মচারিদের ফুলেল শুভেচ্ছা সংবর্ধনা দেই কৃষি বিভাগের শ্রমিক, কর্মচারি ও কর্মকর্তাগন।।

অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন পরিবহন বিভাগের কর্মকর্তা ইকবাল হোসেন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয়ের অপরাধে ২ প্রতিষ্ঠানকে ৯ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। রবিবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বিভিন্ন ফার্মেসিতে অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তর। এসময় শহরের হাজী মোড়ের মেসার্স স্টার মেডিকেলকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়ের অপরাধে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও হাইরোডে অবস্থিত মেসার্স মোল্লা ফার্মেসিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয়ের অপরাধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করে জেলা ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ। এসময় পুলিশি নিরাপত্তার সার্বিক সহযোগীতা করেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।